AME(ICT RTHD)
29/07/2018.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের যানজট নিরসনকল্পে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ে কাঁচপুর-মেঘনা-গোমতী সেতু প্রকল্পের মেঘনা সাইড অফিস, মেঘনা ঘাটে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ওবায়দুল কাদের এমপি মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১৭-০৭-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	:	কাঁচপুর-মেঘনা-গোমতী সেতু প্রকল্পের মেঘনা সাইড অফিস, মেঘনা ঘাট
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- ক

সভাপতি সভায় আগত উপস্থিত সকলকে স্বাগত এবং ঈদ-উল আযহার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই তিনি যানজট নিরসনে গত ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৮ এর ঈদ যাত্রায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য সিভিল প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, হাইওয়ে পুলিশ, জনপ্রতিনিধি, পরিবহন মালিক-শ্রমিকসহ সাংবাদিক ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদের প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জানান। এ প্রেক্ষিতে, আসন্ন ঈদ-উল আযহায়ও সবার নিকট অনুরুপ সহযোগিতা কামনা করে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে সকলের মতামত আহবান করেন। তিনি বলেন, ঈদ-উল-আযহা'র অনেক পূর্বে ঈদ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের অংশ হিসেবে অদ্যকার এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকার বাহিরে মাঠ পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমিতির প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এ ধরণের সভার ফলাফল ভাল হয়। যে কারণে গত ঈদ যাত্রা যে কোনো সময়ের চেয়ে স্বস্তিদায়ক হয়েছে। গত ঈদ-উল-ফিতরে সবাই Effort দিয়েছে, এর পিছনে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জেলা ও উপজেলা, প্রশাসনের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ঈদ-উল-ফিতর পরবর্তী সময়ে কয়েকটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার উল্লেখ করে আসন্ন ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও অধিকতর স্বস্তিদায়ক হয় সেজন্য সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান, যাতে এরুপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। যানজট নিরসনসহ সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর বিষয়ে এ ঈদে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনার বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ঈদ-উল-আযহায় প্রচুর সংখ্যক পশুবাহী যানবাহন চলাচল করে থাকে। ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্পটে পশুর হাট বসানোর প্রবণতা প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রতিহত করতে হবে। তিনি বলেন, যে কোনো মূল্যে সড়কের ট্রাফিক শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে হবে। কোনো ক্রমেই মহাসড়কের উপর বা এর আশে পাশে কোরবানীর পশুর হাট বসতে দেয়া যাবে না। তিনি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে মহাসড়কের উপর যাতে পশুর হাট না বসতে পারে সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সারাদেশে রাস্তা-ঘাট পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। তাই যান চলাচলে তেমন প্রতিবন্ধকতা নেই। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন ঈদযাত্রা অধিক স্বস্তিদায়ক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাসড়কে পশুর হাট বসিয়ে, রংসাইড দিয়ে যানবাহন পারাপার করে যাতে ঈদে ঘরমুখো মানুষকে কোনো দুর্ভোগ পোহাতে না হয় সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন, হাইওয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-29

তিনি পরিবহন মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের উদ্দ্যেশ্যে বলেন, ফিটনেসবিহীন যানবাহন রাস্তায় নামানো বন্ধ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন যানবাহন দিয়ে পশু বহন করা যাবে না। পণ্যবাহী গাড়ী মহাসড়কে বিকল হলে লম্বা যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যানবাহনের আগমন-বর্হিগমন (Outgoing- Incoming) উভয় ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। টার্মিনালগুলোতে (গাবতলী/মহাখালী/সায়দাবাদ) যাত্রীগণ দীর্ঘ সময় বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সময় মতো তারা গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে না। তিনি যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি বাস টার্মিনালে বিআরটিসি'র পর্যাপ্ত বাস রিজার্ভ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। দ্রুত গতিতে বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালাতে গিয়ে মুখোমুখী সংঘর্ষে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংকলরী ইত্যাদি ফিটনেসবিহীন গাড়ি, লাইসেন্সবিহীন চালক অথবা হেলপার দিয়ে বেপরোয়াভাবে যানাবাহন চালানো হয়। রং সাইড দিয়ে উল্টো পথে গাড়ি চলাচল এবং একই চালক দিয়ে একটানা ১০-১২ ঘন্টা গাড়ী চালানো বন্ধ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন গাড়ি বেপরোয়াভাবে চালানোর বিষয়ে চালকসহ সংশ্লিষ্ট স্টেক-হোল্ডারদের নিয়ে প্রয়োজনে একাধিক সভা করে, কাউন্সিলিং করে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে নির্দেশনাগুলো প্রতিপালনের জন্য প্রশাসন ও মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিস্ট সবাইকে অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনা জনমনে বেশ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কম হলেও হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ঈদ পূর্ববর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা ভাল থাকলেও ঈদ পরবর্তী সময়ে কয়েকটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, দায়িত্বে নিয়োজিত সকলে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে দুর্ঘটনা কমানো যেত। দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সমালোচনা আছে, থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মনগড়া গল্প কাহিনী সাজিয়ে গুজব রটানোর প্রবণতা রোধ করা দরকার। যাত্রী কল্যাণ সমিতি দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত সঠিকভাবে উপস্থাপন করে না। কিছু বুদ্ধিজীবি/বিশিষ্ট জনেরা উক্ত সংগঠনের পাশে বসে সমর্থন যোগায় যা খুবই দুঃখজনক। সত্যকে চাপা দিয়ে অসত্য প্রচার করে জনগণকে বিব্রত না করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এসব দুর্ঘটনা ঈদ পরবর্তী সময়ে বেশী সংগঠিত হয়েছে। তাই মন্ত্রণালয় হতে ঈদ-পরবর্তী সময়ে মনিটরিং দীর্ঘায়িত ও জোরদার করতে হবে। ঈদের পরবর্তী ৪-৫দিন পর্যন্ত মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে এনফোর্সমেন্ট বাহিনীর কার্যক্রমও এ সময়ে জোরদার করতে হবে। ঈদ পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাস্তায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল রোধ করে সড়কের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য হাইওয়ে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঈদ পূর্ববর্তী সময়ের ন্যায় তৎপর থাকার অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মহাসড়কে ইজিবাইক, ব্যাটারীচালিত রিক্সা, হেলমেটবিহীন মোটর সাইকেল চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মহাসড়কে চলাচলকারী ইজিবাইকের দুর্ঘটনায় বেশী সংখ্যক যাত্রী মারা যায়। জীবিকার চেয়ে জীবনের দাম অনেক বেশী। জনস্বার্থে হাইওয়েতে ইজিবাইক চলাচলে কেউ সহযোগিতা করবেন না, রাজনৈতিকভাবে এগুলো চলাচলে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। পুলিশ প্রশাসন, হাইওয়ে পুলিশ এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দুর্ঘটনা সম্পর্কে গণসচেতনা বৃদ্ধির জন্য বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংগঠন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

বিজিএমইএ'র উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের আন্তরিকতার অভাব নেই, দেশের উন্নয়নে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। রপ্তানী বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে এ সেক্টর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ শিল্পে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৩০,০০০০ (ত্রিশ লক্ষ) গামেন্টস কর্মী ঈদের ছুটিতে কর্মস্থল ত্যাগ করে। ঈদের সময়ে এতো অধিক সংখ্যক গার্মেন্টস কর্মীকে একসাথে ছুটি দেয়া হলে তাদের পরিবহন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি মালিকদের নিয়ে সভা করে এ সমস্যা সমাধানের উপায় খুজেঁ বের করার জন্য অনুরোধ জানান। ঈদের আগে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টস কারখানাগুলো ছুটি ঘোষনা ও খোলার ব্যবস্থা করার জন্য উপস্থিত বিজেএমইএ'র প্রতিনিধির প্রতি তিনি অনুরোধ জানান।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-29

তিনি বলেন, জনসাধারণের ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক করার জন্য প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঈদের পূর্বে ৩ (তিন) দিন ভারী যানবাহন (কোরবানীর পশুবাহী, পচনশীল পণ্যবাহী, জ্বালানিবাহী ছাড়া) মহাসড়কে চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। ঈদের আগে ও পরে ৪ (চার) দিন সকল সিএনজি স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে। সেই সাথে এ সকল সিদ্ধান্তগুলো যথারীতি পত্রিকা ও টেলিভিশনে প্রচার করতে হবে। মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও আইপি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, এ মহাসড়কগুলো জনগণের, এগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। অতিরিক্ত ওজনবাহী গাড়ি চালিয়ে সড়কের ক্ষতি করা যাবে না।

তিনি আরও বলেন, ডিসেম্বর/১৮ মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ৩টি ব্রীজের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে যান চলাচলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। গাজীপুর চন্দ্রা-এলেঙ্গা মহাসড়কের সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। এ সড়কে ২২টি ব্রীজের নির্মাণ কাজ শেষ করে এগুলো চালু করা হয়েছে। গত ঈদের ন্যায় এলেঙ্গা পর্যন্ত ৪-লেন রাস্তা পুরোটাই আসন্ন ঈদ যাত্রায় খুলে দেয়া হবে। গাজীপুর-চন্দ্র-এলেঙ্গা মহাসড়কে যান চলাচল এখন পূর্বের তুলনায় স্বস্তিদায়ক হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের এ সকল তথ্য সঠিকভাবে তুলে ধরার অনুরোধ জানান। মহাসড়কে সাময়িক যানজট হতে পারে তবে সেটা ৫/১০ মিনিটেই নিরসন করা হচ্ছে। সাংবাদিক বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে টেলিভিশনের স্ক্রলে যানজটের সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন দুর্ঘটনার হার, হতাহতের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তিনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে অপপ্রচার না করে সঠিকভাবে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বলেন এবং অসত্য তথ্য প্রচার করে রিউমার ছড়ানো এবং জনগণকে বিভ্রান্ত না করার জন্য সাংবাদিক ও ইলেক্ট্রনিক কর্মীদের অনুরোধ জানান। তথ্য সংগ্রহকারীকে সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য পুলিশ প্রশাসনকেও অনুরোধ জানান। এছাড়া যানজট নিরসনে মহাসড়কে টোলের নির্ধারিত ফি'র (ভাংতি) টাকা আগে থেকে হাতে রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষন করে তিনি বলেন আগষ্ট মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সকল সড়ক মহাসড়কে মেরামত/সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে মহাসড়ক Passable রাখতে হবে।

২। ডিআইজি, হাইওয়ে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের দুর্ঘটনার উপর একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে এ বছর হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। স্বার্থান্বেষী মহল হতাহতের সংখ্যা নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে জনসাধরণকে বিব্রত করার অপচেষ্টা করছে। তিনি চলাচলের অনুপযোগী গাড়ি বন্ধ রাখার এবং মহাসড়কের উপর নষ্ট গাড়ি মেরামত না করার জন্য মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি ড্রাইভারদের ভারী লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য বিআরটিএকে অনুরোধ জানান।

৩। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক গত রমজানের ঈদে যানজট নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং আশানুরুপ সুফল পাওয়া গিয়েছে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহায়ও মহাসড়কে যানজট নিরসনে সক্রিয় থাকার তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, শুধু ফিটনেসবিহীন গাড়ি নয়, লাইসেন্সবিহীন চালক/ভূয়া লাইসেন্স দিয়ে গাড়ি চালিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বিরতিহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে চালকরা রাস্তায় ঘুমিয়ে পড়ছে এবং দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তিনি এবিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে একাধারে ৫ ঘন্টার বেশী গাড়ি না চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

৪। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বেসরকারি পর্যায়ের চালকদের একটি ফরমাল সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করার এবং সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সেইসাথে মহসড়কের উপর কোনো প্রকার পশুর হাট না বসানোর বিষয়ে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

www.rthd.gov.bd || date: 2018-07-29

৫। বিজেএমইএ'র প্রতিনিধি বলেন, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের ছুটি ঘোষনার বিষয়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন হতে চাপ আসে। এক্সপোর্টের Schedule এর সাথে মিল রেখে ছুটি ঘোষণা করতে হয়। তিনি শিপমেন্টের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ছুটি ঘোষণা করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং এ ছুটি ঘোষণার একটি শতকরা হার মন্ত্রণালয়কে জানাবেন বলে জানান।

৬। বাস ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ঈদ পূর্ববর্তী এ ধরনের একটি সভা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ২(দুই) ধরনের গরুর হাট বসানো হয়ে থাকে, একটি হলো অনুমোদন নিয়ে এবং অপরটি হলো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাবে অননুমোদিতভাবে। তিনি মহাসড়কের পাশে সকল প্রকার অবৈধ হাট বন্ধের অনুরোধ জানান। তিনি ঈদের সময় যানবাহন চলাচলের নির্ধারিত সিডিউল যাতে পরিবর্তন না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।

৭। সচিব মহোদয় বিগত রমজানের ঈদে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসন, জেলা/ হাইওয়ে পুলিশ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এবারের ঈদ যাত্রায়ও ইতোমধ্যে এ বিভাগ থেকে বেশ কিছু কার্যকর ব্যবস্থা/পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সাথে আনসার নিয়োগ করে যানজট নিরসনে কার্যকর সফলতা পাওয়া গেছে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পুলিশের পাশাপাশি আনসার নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি মহাসড়কে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিআরটিএ এবং পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ জানান। মহাসড়কের উপর পশুর হাট/বাজার ইজারা না দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট জোরদার করার জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের পত্র দেয়া হয়েছে। মনিটরিং টীমের কার্যক্রম জোরদার এবং তা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। তিনি টীম স্পিরিট বজায় রেখে এবং মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলে যথাযথ ম্যানেজমেন্টে নিয়োজিত থাকলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় এবারও ঈদ যাত্রা স্বস্তিদায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	মহাসড়কের পার্শ্বে কোরবানীর পশুর হাট বসতে দেয়া যাবে না;	স্থানীয় সরকার বিভাগ/সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/পুলিশ সুপার/ সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ হাইওয়ে পুলিশ
২.	মহাসড়কের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার কাজ আগামী ১০-০৮-২০১৮ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী
৩.	ঈদের ৩দিন পূর্ব থেকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (রপ্তানীযোগ্য গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ, পচনশীল দব্য, জ্বালানিবাহী/পশুবাহী গাড়ি ইত্যাদি) পরিবহন যান ব্যতীত অন্যান্য ভারী যানবাহন রাস্তায় চলাচল বন্ধ থাকবে। বিজেএমই/বিকেএমই গার্মেন্টস পণ্য পরিবহনে প্রয়োজনে ট্রাক/কাভার্ডভ্যানের সামনে যথোপযুক্ত স্টিকার ব্যবহার করতে পারে;	বিজেএমই/বিকেএমই/পরিবহন মালিক সমিতি/ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন/ সমন্বয়ক, ট্রাক কাভার্ডভ্যান ট্যাংকলরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-29

৪.	ঈদের পূর্বে ৪(চার) দিন ও পরে ৪ (চার) দিন মহাসড়কের সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখতে হবে;	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫.	জয়দেবপুর চৌরাস্তাসহ মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনে আইপি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল মনিটরিং করতে হবে;	কেন্দ্রিয় কন্ট্রোল রুম/প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল) জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৬.	ঈদের পূর্বে মহাসড়কে বিকল/নষ্ট হয়ে পড়া যানবাহন তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে নিতে সার্বক্ষনিকভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেকার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;	হাইওয়ে/জেলা পুলিশ/সওজ অধিদপ্তর
৭.	নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। কোনো অবস্থাতেই উল্টো পথে গাড়ী চলতে দেয়া যাবে না;	বিআরটিএ/জেলা প্রশাসন/ জেলা/হাইওয়ে পুলিশ
৮.	জেলা/পুলিশ প্রশাসন তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে যানবাহন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে তারা সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডার নিয়ে সভা করে করণীয় নির্ধারণ করবে;	জেলা/পুলিশ প্রশাসন
৯.	আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় গার্মেন্টস ও শিল্প কারখানায় কর্মরত গার্মেন্টস শ্রমিকদের একই দিন ছুটি ঘোষণা না করে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পর্যায়ক্রমে ছুটি ঘোষণা করতে হবে;	বিজেএমই/বিকেএমইএ/ এফবিসিসিআই
১০.	টোলের নির্ধারিত সমপরিমান টাকা ভাংতি সহ টোল বুথে উপস্থিত থাকতে হবে। এ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।	বিআরটিএ
১১.	মহাসড়কে ব্যাটারিচালিত রিক্সা ও থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধ অব্যাহত থাকবে;	হাইওয়ে/জেলা পুলিশ/জেলা প্রশাসন/বিআরটিএ
১২.	ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের কাচঁপুর, মেঘনা, ভুলতা, মদনপুর পয়েন্টে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করার নিমিত্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার মোতায়েন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।	জননিরাপত্তা বিভাগ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা

৯। সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫-০৭-১৮

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
মন্ত্রী

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-29

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৭.০০২.১৮-৩৯৭ তারিখ: ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/এস্টেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬. যুগ্মসচিব, নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. ডিআইজি, হাইওয়ে রেঞ্জ পুলিশ, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা
৮. প্রকল্প পরিচালক, কেএমজি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা জোন
১০. জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ
১১. পুলিশ সুপার, কুমিল্লা/নারায়ণগঞ্জ/মুন্সিগঞ্জ
১২. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লা
১৩. পুলিশ সুপার, শিল্পাঞ্চল পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ
১৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ সড়ক সার্কেল
১৫. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৬. সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স, ২১/১ পান্থপথ লিংক রোড, কাওরান বাজার ঢাকা-১২১৫
১৭. খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১, রাজউক এভিনিউ মতিঝিল, ঢাকা
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বাস-টাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক, হাজি আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, বাগবাড়ী, ঢাকা
১৯. জনাব ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডাঃ, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
২০. জনাব মোঃ রুস্তম আলী খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
২১. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দাউদকান্দি/গজারিয়া/সোনারগাঁও
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমস (সিএনএস) লিঃ, প্লট নম্বর-৯৬৭, রোড নম্বর-১৫, এভিনিউ-২ ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রেগনাম রিসোর্স লিঃ ১৫১/বি তেজগাঁও, (গুলশান লিংক রোড), ফ্লোর-১১, তেজগাঁও, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দাউদকান্দি/গজারিয়া/ সোনারগাঁও/সিদ্ধিরগঞ্জ
২৬. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হাইওয়ে পুলিশ, ময়নামতি/ইলিয়টগঞ্জ/দাউদকান্দি থানা
২৭. জনাব হোসেন আহম্মেদ মজুমদার, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ট্রাক, কভার্ডভ্যান ট্যাংক-লরী মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, ২৩৫ মসজিদ মার্কেট কমপ্লেক্স, তেজগাঁও, ট্রাক টার্মিনাল, ঢাকা
২৮. জনাব তাজুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক চালক ইউনিয়ন, ৪৯/৩ কোটবাড়ী, গাবতলী, ঢাকা
২৯. জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, কার্যকরী সভাপতি, প্রাইম মুভার

২৬/০৭/২০১৮

(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব
ফোন ঃ ৯৫৬১২২৫

নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.০১৭.০০২.১৮-৩৯৭/১(১০) তারিখ: ২৬-০৭-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম
৭. ডিআইজি রেঞ্জ, ঢাকা
৮. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণীটি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

২৬/০৭/২০১৮

(ড. মোঃ কামরুল আহসান)
যুগ্মসচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-07-29